মঞ্চ সংবাদ

জুন□১৯৯৪ সংখ্যা ঃ ১৫ সদস্য, সহযোগীবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য

বন্ধ বরানগর জুটমিলের সংগ্রামী শ্রমিকদের উপর সিটু নেতার হামলা

৪মে '৯৪ হঠাৎ লকআউট হয়ে যাওয়া বরাহনগর জুটমিলের শ্রমিকরা শুক্রবার সিটুনেতা লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য ও তার গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলেন। কয়েকশ পুলিশ নীরব থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করল।

১৭মে '৯৪ শ্রম কমিশনারের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় মালিকপক্ষ হাজির না হওয়ায় উপস্থিত ৭টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে শ্রমকমিশনার বরানগর জুটমিলের সাসপেনশন অব ওয়ার্ক বে-আইনি ঘোষণার সুপারিশ করেন ও তা কার্যকর করার জন্য শ্রমমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। কোনও এক অদৃশ্য কারণে শ্রমমন্ত্রী তা কার্যকর না করার ফলে বরানগর জুটমিলের সংখ্যাধিক শ্রমিকের সংগঠন মজদুর কমিটি শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে শ্রমকমিশনারের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করার আবেদন জানায় নতুবা ২৬ মে-র পর যে কোনদিন তারা রাস্তায় নেমে বৃহত্তর আন্দোলন করবে বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করে। তা সত্ত্বেও মন্ত্রী কোন উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে, বরানগর জুটমিল চালু ও শ্রমকমিশনারের সুপারিশ মোতাবেক সাসপেনশন অব ওয়ার্ক বে-আইনি ঘোষণার দাবিতে মজদুর কমিটির নেতৃত্বে ১ হাজার শ্রমিক ও তাদের সহযোগীরা ৩ জুন দক্ষিণেশ্বরে রাস্তা অবরোধ করে। ৬ জুন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে—পুলিশের এই প্রস্তাবে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য যখন অবরোধকারীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন ঠিক তখনই অবরোধের সামনে আগে থেকেই জমায়েত হওয়া গুণ্ডাবাহিনী বরানগর জুটমিলের সিটুনেতা লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের প্রকাশ্য অঙ্গুলি নির্দেশে শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় ও মাইক কেড়ে নেয়। শ্রমিকরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকলেও "সিটু নেতৃত্বের গণ্ডগোল বাঁধিয়ে ফায়দালোটা, পরবর্তীকালে পুলিশ দিয়ে সংগ্রামী শ্রমিকদের হেনস্থা করে আসলে মালিকের হাত শক্ত করা"র চক্রান্ত বুঝতে পেরে সংযত থাকেন। এই ঘটনার পর মজদুর কমিটি অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিবাদ কর্মসূচী নেয়। অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকরাও সিটু নেতৃত্বের এই ন্যাক্কারজনক আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে সংগ্রামী শ্রমিকদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ঘটনার প্রতিবাদে ও বরানগর জুটমিল খোলার দাবিতে কারখানার গেটে ১২ জুন ১২ ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান করা হয়। প্রায় ৪০টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা অবস্থানে বিভিন্ন সময় অংশগ্রহণ করেন। অঞ্চলের ছাত্র-যুবরাও ঐদিনই রক্তদান শিবির করে আর্থিক সাহায্য করে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন, আঞ্চলিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি ও ব্যক্তিরা আর্থিক সাহায্য করে ও ভবিষ্যতে কারখানা খোলার আন্দোলনে যে কোন ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সরকার ও প্রশাসনই আইনের বাস্তবায়নে প্রধান বাধা

নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে গত ২৮মে শনিবার, স্টুডেন্টস হলে, শ্রমিক নেত্রী সাকিনা বেগম স্মারক বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, 'ভারতের সংবিধান ও শ্রম আইন শ্রমিকদের স্বার্থ কতটা রক্ষা করছে।' কাশীকান্ত মৈত্র, গোপাল চক্রবর্তী, অজয় দত্ত ও বিজয় চৌধুরী এবং শ্রমিক নেতা বীরেন রায় ও সমর চক্রবর্তী আলোচনায় অংশ নেন।

সিটুর পশ্চিমবঙ্গের সহসভাপতি বীরেন রায় বলেন, 'এখন ইউনিয়ন আর শ্রমিকরা চালান না; শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।' এই ঝোঁককে সমালোচনা করে তিনি বলেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলো এখন শ্রমিকদের নানান রাজনৈতিক শিবিরের অনুরাগী করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি তাঁর আলোচনায় সাকিনা বেগমের নেতৃত্বে ১৯৪০ সালে মহার্ঘভাতার দাবিতে কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ও গাড়োয়ানদের ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করেন।

আইনজীবী কাশীকান্ত মৈত্র বলেন, সরকার ও প্রশাসনই শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী আইনগুলো কাজে লাগানোর পথে প্রধান বাধা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি 'ইনক্যাব'-এর মামলার উল্লেখ করেন, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সংস্থার আর্থিক কারচুপির খবর আদালতে স্বীকার করা সত্ত্বেও নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তির ব্যবস্থা নেয়নি।

আইনজীবী গোপাল চক্রবর্তী বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি দেখার মতো প্রকৃত জনপ্রতিনিধি সংসদে নেই।

আই এন টি ইউ সি-র রাজ্য সহ-সভাপতি সমর চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়ার ব্যাপারে পি এফ কমিশনার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আটকে দেবার নির্দেশ দিলেও মুখ্যসচিবের হস্তক্ষেপে তা আবার খোলে কিভাবে! পি এফ বকেয়া রাখা ৩ হাজার সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন পি এফ কমিশনার। রাজ্য পুলিশ মাত্র ৫৭টি ক্ষেত্রে এফ আই আর করল এবং বাকিদের রেহাই দিল কেন — এর জবাব রাজ্য সরকার কী দেবেন? তিনি বলেন, সমস্যা আইনের নয়—সমস্যা তার যথাযথ প্রয়োগের। আইন প্রয়োগের অধিকারী যারা সেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারই আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকা নিচ্ছে।

সভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল, কানোরিয়ার শ্রমিকদের মজুরীর জন্য কারখানার মজুত মাল বিক্রির বিষয়ে বিচারপতি জানিয়েছেন, এজন্য নির্দিষ্ট ফোরামে আবেদন করতে হবে। অথচ সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবীরা জানান, ১৯৮৪ সালে এক মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছিল যে বাঁচা-মরার প্রশ্নে শ্রমিকরা সরাসরি তাদের কাছে আবেদন করতে পারেন। তাহলে কানোরিয়ায় অন্যরকম ঘটল কেন?

সভায় কাশীকান্ত মৈত্র জানান, আদালতের এরকম আদেশও আছে যেখানে শ্রম-সংক্রান্ত মামলায় নির্দিষ্ট লেবার ট্রাইব্যুনালে না গিয়েও সুপ্রীম কোর্টে সরাসরি আবেদন করলে কোর্ট তা গ্রাহ্য করেছে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, পি এফ বকেয়া রাখার অভিযোগে কিছুদিন আগে যখন কয়েকজন সংস্থার পরিচালককে গ্রেপ্তার করা হল তখন প্রাক্তন এক বিচারপতি তার সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, অথচ কানোরিয়ার শ্রমিকরা অনাহারে অর্ধাহারে লড়াই করে যাচ্ছেন, তাঁদের সমর্থনে এঁরা এগিয়ে আসেন না।

বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সভায় নানান প্রশ্ন রাখেন এবং জমে-থাকা মামলার দীর্ঘসূত্রিতা, অকারণ জটিলতার কথা বলেন। আইনজীবীরা এর জন্য মামলার সংখ্যাধিক্যতা ও সে তুলনায় বিচারপতি সংখ্যাস্বল্পতার কথা বলেন। তাঁরা আরও বলেন, আদালতের রায়কে মর্যাদা দিয়ে প্রয়োগ করবে যে সরকারি সংস্থা তারাই আসলে কিছু করছে না।

সভার শুরুতে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে 'আক্রান্ত শ্রমিক' ১৯৯৪ বইটি প্রকাশ করা হয়। বন্ধ সুর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার এক শ্রমিকের হাতে বইটির প্রথম কপি তুলে দিয়ে বীরেন রায় এটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

বি আই এফ আর—নিজের চোখে

[বি আই এফ আর নিজেই ৩১ অক্টোবর '৯৩ পর্যন্ত তার কাজের মূল্যায়ন করেছে। প্রয়োজনীয় অংশগুলোর ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ এখানে ছাপানো হল।]

১৯৯৩-র অক্টোবর বি আই এফ আর-এ মোট কোম্পানি গেছে ১৪০৯। এর মধ্যে ১০৯২টি কোম্পানির বিষয় নিষ্পত্তি হয়েছে।

নিষ্পত্তি হয়েছে মোট	৯৬০
বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্ত চলছে	৪৪৯
মোট নথিভুক্ত কেসের মধ্যে যতগুলি চালানো সম্ভব নয়/খারিজ করা হয়েছে	২৮২ (২০% মোট নথিভুক্তের মধ্যে)
বকেয়া ১১২৭টি কেসের মধ্যে ২৪৭টি কোম্পানিকে ২০(১) ধারায় চিরতরে তুলে দেওয়া (winding up) হয়েছে।	
পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে	৪২৭টি কোম্পানির [যা ৩৭% মোট নথিভুক্ত ইউনিটের মধ্যে] [এর মধ্যে ১২১টি ১৭(২) ধারায় এবং ৩০৩টি ১৮(৪) ধারায়]
যে কোম্পানিগুলি পুনরুজ্জীবনের আওতায়	পুঞ্জীভূত লোকসানমূল সম্পদ মোট শ্রমিক ২২৩০কোটি ১০৬১ কোটি ২১২৫৬০
যে কোম্পানিগুলি চিরতরে তুলে দেওয়ার (winding up) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে	১০৮০ কোটি ২৭৪ কোটি ১০৮২৪০
মোট শুনানি (Total Hearing)	৩১.১০.৯৩ পর্যন্ত, ৫,০৩৭টি বি আই এফ আরের শুনানি হয়েছে। যার মধ্যে ৩০৭টি দিল্লীর বাইরে। মোট ১,৪০৫টি কেসের মধ্যে প্রথম শুনানির অপেক্ষায় ২৬টি।

৩১-১০-৯৩ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে (Disposal)

	নথিভুক্ত	পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা অনুমোদন ১৮/৪ ধারায়	অনুমোদন ১৭/২ ধারায়	খারিজ	চির তরে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব
১. অন্ধ্রপ্রদেশ	১৭০	৩৯	২৮	২৭	২৬
২. বিহার	৪৮	৭	২	১১	১৩
৩. গুজরাট	১২৩	৩৪	১৪	২১	২৫
৪. হরিয়ানা	৪৪	১১	৪	১৩	২
৫. কেরালা	৫৩	৬	৪	১০	৫
৬. কর্ণাটক	৯৯	২৩	৯	২২	২০
৭. মধ্যপ্রদেশ	৫৪	৫	৩	৭	১৩
৮. মহারাষ্ট্র	২৪১	৬৪	১২	৫৩	৩৭
৯. রাজস্থান	৬৪	১৭	২	১১	১৬
১০. তামিলনাড়ু	১১২	২৯	১৭	২৫	১৪
১১. উত্তরপ্রদেশ	১২৮	১৯	৪	২৫	১৮
১২. পশ্চিমবঙ্গ	১৪৯	২৭	১১	২৩	৪৫

	খসড়া পরিকল্পনা	নোটিশ দেওয়া হয়েছে চির তরে তুলে দেওয়ার	মোট	বকেয়া রয়েছে
১.	৬	১২	১৩৮	৩২
২.	০	২	৩৫	১৩
৩.	২	৫	১০১	২২
৪.	২	০	৩২	১২
৫.	৫	৪	৩৪	১৯
৬.	৩	৫	৮২	১৭
৭.	০	৭	৩৫	১৯
৮.	১২	১০	১৮৮	৫৩
৯.	৩	১	২৮	৬
১০.	২	৫	৯২	২০
১১.	৫	১০	৮১	৪৭
১২.	৭	৫	১১৮	৩১

	সারা দেশে	মূল সম্পদ (লাখ)	পুঞ্জীভূত লোকসান (লাখ)	মোট শ্রমিক শ্রমিক
সুতাকল	২১৪টি কোম্পানি	৯৭৫৮৬.৪৪	৪৬৩৫৭৩.৩৮	৫২৮৪৬
জুট	২৮টি কোম্পানি	১৪৮১৭.৯০	৭৮২৯৮.৫৯	১০৮৩৫৯

মোট — ১১২৭টি মোট ৩৮ ধরনের শিল্পে মোট সম্পদ — ৪৬৭৭৫১.৮৭ লাখ টাকা। পুঞ্জীভূত লোকসান — ১৫৬১২০৭.৭১ লাখ টাকা, মোট শ্রমিক — ৮৯৬৬৭৭।

রাজ্যভিত্তিক অবস্থা

	মোট কেস	মূল সম্পদ	পুঞ্জিভূত লোকসান	মোট শ্রমিক
১. গুজরাট	১০২	৫০৮৯২.৫৭	১১৪৩৯৪.৮৩	৯৭০২৪
২. কেরালা	৪৫	১৯২৯৩.৫৮	৪৭৬৭৬.৮০	১৫৯৭১
৩. মহারাষ্ট্র	১৮৮	৫৭২৮১.৯০	১৯২৫৫০.৪৭	১২১২৪০
৪. উত্তরপ্রদেশ	১০৩	৫১১১১.০২	২১৬৫৯৮.৫০	৮৭৩৯৪
৫. পঃ বঙ্গ	১২৬	৫৬৬৫০.৩২	২১২১৮১.১৪	১১৪৭২৩

		মোট টাকা
১. যে কোম্পানিগুলি পুনরুজ্জীবনের আওতায়	মোট ৪২৪টি	২২৩০.১০ কোটি
২. যে কোম্পানিগুলি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে	মোট ২৪৭টি	১০৮০.০০ কোটি
৩. বকেয়া যে কেসগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি (Non Maintainable)	মোট ৪৫৪	১২৩০২.৪৫ কোটি

রুগ্ন সরকারী সংস্থা	কেন্দ্রীয় সরকারী	রাজ্য সরকারী	মোট
১. যে কোম্পানিগুলি পাঠানো হয়েছে	৫৭	৮২	১৩৯
২. নথীভুক্ত	৪৭	৫৯	১০৬
৩. বাতিল	৩	২০	২৩
৪. সংস্থান হয়েছে (Alocated)	৪৬	৫৮	১০৪
৫. স্ক্রুটিনি চলছে	৭	৩	১০
৬. শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে	৪৬	৫৮	১০৪
৭. অপারেটিং এজেন্সি নিয়োগ করা হয়েছে	৩৭	৩০	৬৭
৮. খসড়া পরিকল্পনা	১	১	১
৯. যেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না	—	১২	১২
১০. ২০(১) ধারায় আদেশ দেওয়া হয়েছে	—	২	২
১১. মোট শ্রমিক	২,১১,৩২৭	১,৯০,৭৬৭	৮,০২,০৯৪
১২. মূলসম্পদ ( )	১৬৮৬	৮৩৮	২৫২৪
১৩. পুঞ্জিভূত লোকসান	৭২৮৯	২২৮৬	৯৩৭৫

বি আই এফ আর তাঁর পর্যালোচনায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

১। অপারেটিং এজেন্সির রিপোর্ট দেরীতে পাওয়া।

২। ইউনিটগুলির পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে সম্মতি বা বক্তব্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সীগুলির কাছ থেকে সুযোগ, ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে দেরীতে পাওয়া।

৩। নরসিমন কমিটি আর্থিক লগ্নীসংস্থার কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের ফলে ব্যাঙ্ক ও অর্থ লগ্নীসংস্থাগুলির নতুন কিছু পদ্ধতি নেওয়ার ফলে এই সংস্থাগুলির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে additional funding ব্যাপারে অনেক কড়াকড়ি চলছে।

৪। রুগ্ন কোম্পানিগুলির প্রোমোটারদের কাছ থেকে অসহযোগীতার ফলে AAFIR-এর কাছে বিভিন্ন আইনি অধিকার থাকার ফলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাধা দান। হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্টের সংবিধানে ২২৬ নং ধারার বলে স্থগিতাদেশ নিয়ে নেওয়া।

৫। টালবাহানার মধ্য দিয়ে প্রোমোটারদের প্রতিশ্রুত অর্থ সময়ে জমা না দেওয়া এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় মোটঅর্থের ভাগ জমা না দেওয়া।

বিক্রির আদেশ

১। '৮৯ থেকে রেজিস্ট্রিকৃত মোট কোম্পানি ১৫টিকে বিক্রির আদেশ দেওয়া হয়েছে।

২। একটি কোম্পানির সাথে আর একটি কোম্পানির সংযুক্তি মোট ৫৩টি। (৮৭-৯১ রেজিস্ট্রিকৃত) ৩। পরিচালনার পরিবর্তন — (৮৭ থেকে ৯২) ৩১টি। ৪। শ্রমিক সমবায় (৮৭-৯১) ৪টি। ৫। লিজ দেওয়া হয়েছে — ৩টি ৬। চিরতরে তুলে দেওয়ার মুখে স্কিমের অনুমোদন — ৩৫টি (৮৭-৯০) ৭। রুগ্ন হিসেবে খুব বেশিদিন থাকেনি — ১৮ (৮৭-৮৯) ৮। রুগ্ন হিসবে খুব বেশিদিন থাকেনি (ঘোষণার অপেক্ষায়) — ১৬ (৮৭-৯১) ৯। পুনর্গঠনের মুখে — ৫৬ (৮৭-৯১) ১০। পাবলিক সেকটর/কেন্দ্রীয় সরকার — ৪৭ (৯২-৯৩) ২,১১,৩২৭ (শ্রমিক সংখ্যা) ১১। রাজ্য সরকার — ৫৯ (৯২-৯৩) — ১৯০৭৬৭ (শ্রমিক সংখ্যা)

নাগরিক মঞ্চ-এর পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, কলি-৮৫ হইতে প্রকাশিত।